ভাষার ধর্ম, ধর্মের ভাষা

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশ বিমান দমদমের মাটি ছাড়তেই বিমান সেবকের হাতের গ্লাসের জল হয়ে গেল পানি। আজ্ঞে হয়ে গেছে ‘জি’ । ঢাকার মাটি ছোঁয়ার পর ‘মহাশয়’, বাবু, প্রণাম বা নমস্কার শব্দগুলি বড় দুর্লভ হয়ে যায়। প্রথম দুটি শব্দান্তরিত হয়ে ‘জনাব’ ও ‘সাব’ (সাহাব)। সাক্ষাৎমাত্র কিংবা বিদায় গ্রহণের সময় ‘নমস্কার’ কিংবা ‘আসি’ বা ‘চলি’ বদলে বলতে হয় ‘সালাম আলেকুম’, প্রত্যুত্তরে , ‘আলেকুম আস্ সালাম ’।

‘প্রয়াত’ নেই বাংলাদেশী বাংলায়। প্রয়াত বঙ্গবন্ধু হবে মকহুম বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশী বন্ধুরা অনেকেই ‘নাস্তা’ খাওয়াবেন, কেউ কেউ দাওয়াত দেবেন, তেমন কেউই ‘প্রাতরাশ ’ বা ‘নিমন্ত্রণ’ দেবেন না । মঙ্গল কন বলবেন না, সবাই ‘দোয়া’ করবেন। কেউ মুখ হাত ধোয় না ও দেশে সবাই ‘গোশল’ করেন,বিয়ে না করে করেন শাদি’। বই নয়, সবাই পড়েন ‘কেতাব’। প্রাণ দিয়ে ভাল না বেসে ও দেশে লোকে ‘দিল’ দিয়ে দরদ করে। লেখে ‘হরফ’ দিয়ে, কলম দিয়ে নয়। অচেনা মানুষকে ঠিকানা জানতে চেয়ে বলে, ‘সাকিম’? মোকাম’? ভাল কাজ করে স্বর্গের বদলে যায় ‘জান্নাতে’, পাপ করলে নরকে নয়, পাঠায় ‘জোদখে’। উপদেশের বদলে দেয় ‘হেদায়ত’ , উত্তর না দিয়ে দেয় ‘জওয়াব’, উপহার না দিয়ে, দেয় ‘সওগত’, কুটুম এলে বলে ‘মেহমান,’ পবিত্র হওয়াকে বলে ‘পাপসাফ’। ধবংস করাকে বলে ‘বিরাণ’ উপকার পাওয়ার নাম ‘ফায়দা’।

আত্মীয় স্বজনদেরও বাংলাদেশের বাঙালী আর অবিভক্ত বাংলা ভাষায় সম্বোধন করেন না। মা হয়ে গেছে আম্মাজান / আম্মী; বাবা আববাজান / বাপ্, বোন হল আপা / বহিন; মাসী খালা, পিসী কুফু, মেসো খালু / খালুজান/খালুআববা , পিসে কুফা, কাকা চাচা / চাচাজান, জামাইবাবু দুলাভাই, কনে দুলহান, বর দুল্হা / নওশা।

কেউ মারা গিয়েছেন, পরলোক গমন নয়— বলতে হবে ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় স্মরণ সভার নাম মিলাদ মহাফিল। সেখানে প্রয়াতের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বক্তারা ওয়াদা নেবেন, শপথ গ্রহণের পরিবর্তে।

এমন তো ছিল না অবিভক্ত বাংলায়, বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দু একই বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, লিখতেন। এখনো তো ভারতীয় বাংলায় মুসলমান বাঙালী জল, আছে, হ্যাঁ, বাবু, মশাই, বলছেন। অথচ বাংলাদেশ-এ বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষাটাকে ধর্মান্তরিত করে নিয়েছেন।

কেউ হয়ত বলবেন, ভাষার আবার ধর্মান্তর কি ? বাংলায় ইংরেজী শব্দের মত শত শত আরবি ফারসি শব্দ সেই চতুর্দশ শতক থেকেই চলছে। বাংলাদেশে হয়ত এই অনুপ্রবেশ বেড়েছে। তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে ?

ক্ষতি কিছুই হয় নি। বরং লাভই হয়েছে । বাংলা সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে ভাষাটি ধর্মান্তরিতও হচ্ছে। বাংলা ভাষার ইসলামিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ-এ ।

কথাটা কারও পছন্দ না হতে পারে, তাতেও এ তথ্য অস্বীকার করা যাবে না যে ভাষারও ধর্ম আছে, ধর্মেরও ভাষা আছে। প্রত্যেকটি ধর্ম আত্মপ্রকাশ ও প্রসারের জন্য ভাষা-মাধ্যম খুঁজে নেয়। ভাষাকে যাঁরা, ‘সেক্যুলার’ প্রমাণ করতে চান তাঁরা দৃষ্টান্ত দিয়ে ইংরাজীকে দেখান। ইংরেজীও কিন্তু সেক্যুলার নয়। বিশ্ববাণিজ্যিক এবং যোগাযোগের ভাষা হয়েও ইংরাজী ধর্মে খ্রীষ্টান । খ্রীষ্ট ধর্মের আদি ভাষা ছিল লাতিন ও রোমান। লাতিন থেকে উদ্ভূত সব কটি য়ুরোপীয় ভাষার ধর্মও খ্রীষ্টানিটি। অখৃষ্টানরা সমাদরে ইংরেজী ব্যবহার করলেও ইংরাজীর খ্রীষ্টীয় চরিত্র লোপ পায় নি। ভারতে যারা

খ্রীষ্টান হন ইংরেজী তাদের মাতৃভাষা হয়ে যায় এ কারণেই। নাগাল্যাণ্ড - অণাচল মিজোরাম-মেঘালয়-কার্বি আংলং থেকে কেরালার ইংরেজী ভাষী মানুষের বেশি টাই ধর্মে খ্রীষ্টান, বিপরীতভাবে বলা যায় ভারতীয় খ্রীষ্টানদের অধিকাংশর ভাষা ইংরেজী। ইংলিশ মিডিয়ামে যে ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হন, অজ্ঞাতসারেই তারা আধাআধি খ্রীষ্টীয় কালচার ও রিচুয়ালস - এ দীক্ষিত হয়ে যান। এ দিকটা হয়ত অভিভাবকগণ খেয়াল করেন না, কিন্তু এই 'মানসিক' ধর্মান্তর গ্রহণ বা ব্যাপটাইজেশন ইংলিশ-মিডিয়াম যে করেই থাকে তা নানাভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিরূপতা (এবং মুসলমানদের হিন্দুদের প্রতি) এবং খ্রীষ্টধর্ম , চার্চ, যিশু ও বিশপ বা মাদারদের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধ াভক্তি সম্ভ্রমবোধের নজিরের অভাব নেই। কারণ কিন্তু ইংরাজী।

যেমন সংস্কৃতের ধর্ম অবশ্যই হিন্দুত্ব। মুসলমানগণ ও সংস্কৃত শেখেন, যেমন হিন্দুরা উর্দু-আরবি - ফারসি আয়ত্ত ও ব্যবহার করেন । কিন্তু এর দ্বারা এই সব ভাষার কোনটারই মৌল সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চরিত্র অস্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে বেদ, গীতা, পুরাণ, রামায়ণ ,মহাভারত থেকে হিন্দুদের আচারতন্ত্র মন্ত্র রচিত হয়ে হিন্দুত্ব ও সংস্কৃত অভিন্ন হয়েছে। অতঃপর সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত সবগুলি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ধর্মও দাঁড়িয়েছে হিন্দুত্ব। এমন কি দ্রাবিড় ভাষ াগুচ্ছের ধর্মও হিন্দুইজম্। একটা জাতির আচার অনুষ্ঠান উপাসনা সামাজিক পার্বণাদি একটা ভাষাকে মাধ্যম করবেই স্ব ভাবত একটি সম্প্রদায় বা জাতির মাতৃভাষাই হবে তার ধর্মীয়-মাধ্যম। এভাবেই ধর্মের ভাষা এবং ভাষার ধর্ম নির্মিত হয় ।

এই সূত্রেই বাংলা ভাষার মৌল ধর্ম ও চরিত্র ছিল হিন্দুত্ব। সংস্কৃত জননী হওয়ায় এবং হিন্দু বাঙালীর মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পড়েছিল হিন্দুত্ব। বাঙালী মুসলমানগণের প্রায় সববাই আদিতে ছিলেন নি ম্নবর্গীয় হিন্দু। পাঠান-মোগল -তুর্কি অর্থাৎ বহিরাগত মুসলমান পাঞ্জাব ইউপি বিহারে অনেকটাই আছেন, কিন্তু আরব-আফগান মুসলমান বাঙালী হয়েছেন অতি নগণ্য কয়েকটি পরিবারে। অভিন্ন ধর্মের জন্য বাংলা ভাষা পরে দুই ভিন্ন ধর্মীয়ের 'কমন' মাতৃভাষা বা মিডিয়ম থেকে গিয়েছে। এর দ্বারা কিন্তু বাংলা তার হিন্দু চরিত্র হারায় নি।

মুসলমানদের স্বাভাবিক ধর্মীয় মাধ্যম হল আরবি ফারসি ভাষা। কুর আন-হাদিশ আরবিতে লেখা এবং মুসলম ানদের দৈনন্দিন ও সামগ্রিক জীবনচর্যা ঐ আরবির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । বাঙালী মুসলমানের এখানেই একটা সমস্যা ছিল। মাতৃভাষা তার ধর্মভাষা ছিল না। মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ বাংলায় আরবি-ফারসী শব্দ এবং ইর াণ-তুরাণের পুরাণি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলার ইসলামীকরণের সাধ্যমত প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন, যা নিয়ে এ শতকের তিন ও চারের দশকে কম বিতর্ক হয় নি। হিন্দুত্ববিরোধী হিন্দু বুদ্ধিজীবি এবং রাজনীতিকগণ এই ইসলামিকরণকে গৌরবান্বি করেছেন ভাষার সেক্যুলারিজম নাম দিয়ে। অন্য দিকে অন্যেরা বলেছেন, এ হল বাংলা ভাষার মুসলমান ধর্ম ান্তর। এই বিতর্কের বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন না। কাজী নজল ইসলামই বাংলা সাহিত্যের ইসলামিকরণ বলুন কিংবা সেক্যুলারাইজেশান বলুন, এই রূপান্তরের কাজটা খুব ভালভাবে শু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এতে আপত্তি ছিল। 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার তিনি মেনে নেন নি। বলেছিলেন, খুন শব্দের বাংলা অর্থ হত্যাই স্বাভাবিক, "রক্ত" অর্থ বিজাতীয় ও বিধর্মী ।

রবীন্দ্রনাথের আপত্তি টেকে নি। হিন্দু মুসলমানের সংহতি ও সম্প্রীতির রাজনৈতিক চাহিদা বাংলা ভাষাকে উভধর্মী বা সেক্যুলার করতে চেয়েছে।

এই চাওয়াটার একটি উত্তর ভারতীয় নজির হল উর্দু ভাষা। মুসলমান মনে প্রাণে আরবিকে তাদের অন্তরের ভাষ া ভাবে, তা সে ভাষাটা জানুক কি না জানুক। উর্দুভাষার সৃষ্টি হয়েছে মুসলমান শাসনে উত্তর ভারতে ফারসি ও হিন্দি মিশিয়ে। উর্দু অর্থ ছাউনি। মুসলমান নবাব বাদশাহর সেনা শিবিরে হিন্দিভাষী হিন্দু ও আরবি ফারসি পুস্তু ভাষী মুসলম ান জওয়ানরা একত্র থাকত। হিন্দির শব্দ সম্ভার আর আরবি স্ক্রিপ্ট বা হরফ নিয়ে হিন্দু মুসলমানের "সংহতি" করা হল উর্দু নামক সৈনিকের ভাষায়।

কিন্তু সংহতি হল কতটুকু ? হিন্দিভাষী হিন্দু উর্দুকে মুসলমানের ভাষা বলেই চিরকাল ভেবে এল, প্রেমচন্দ্রের মতে া অনেক হিন্দু লেখক উর্দুকে মাতৃভাষার মতো ব্যবহার করেছেন। তাতেও কিন্তু উর্দু সেক্যুলার হয়নি। বাংলায় রামমে াহন রায়ের মতো অনেক 'দেওয়ানজিরা' ফারসিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তার দ্বারা কিন্তু ফারসির ইসলামত্ব ঘোচেনি। উর্দুর

ধর্ম যে ইসলাম, তার অকাট্য প্রমাণ হল, ভারতে দেশভাগের পরেও উর্দু নিয়ে রাজনীতি হয়। উর্দুকে সরকারি ভাষা করা কিংবা রেডিও টিভিতে উর্দু সংবাদ পাঠ মুসলমানদের দাবি পূরণ ও তোষণ, এতো সকলেই জানেন। না হলে উর্দু ও হিন্দি ভাষায় শ্রুতিগ্রাহ্য বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। হিন্দি সংবাদ শুনেই উর্দুভাষীদের চলে যায়। তবু যে উর্দুর জন্য সময় দিতে হয় তার কারণ তো এই যে ভাষারও ধর্ম থাকে, ধর্মেরও ভাষা আছে !

এই সত্যেরই জাজ্বল্যমান নজির সাম্প্রতিক বাংলাদেশ, ভারত ভাগ হয়ে যেমন দুই বাংলা তেমনই দুটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। পছন্দ করি বা না করি, মানি বা না মানি, বাস্তবতা হল, ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাংলাভাষারও ধর্মান্তর হয়েছে। বাংলাদেশী বাংলা এবং ভারতীয় বাংলা স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশী বাংলার ধর্ম হয়েছে ইসলাম। এতে দোষের কিছু ঘটে নি। কেননা, এ হল বিজ্ঞান। দেশান্তরে হয়েছে ধর্মান্তর। ধর্মান্তরে হয়ে ভাষান্তর। ভূগোল বদলালে সবই বদলাবে। ধর্ম বদলালে জবানি বদলাবে।

দেশভাগের আগে হিন্দু সংস্কৃতি ডমিন্যান্ট ছিল, তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধর্ম থেকেছে হিন্দুত্ব । ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ এর দুটি পর্যায়ে বাঙালী মুসলমান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র লাভ করেছে। স্বভাবতঃ তারা হয়েছে ডমিন্যান্ট ও ডিটারমিনিং কোর্স এবং অথরিটি। কমন মাতৃভাষাকে তারা তাদের ধর্মের কলমা পরিয়ে নিয়েছে, 'ছুন্নত'ও করিয়েছে। দেশভাগ মানলে এ ধর্মান্তরও মানতেই হয় ।

যথার্থই, একটি মাতৃভাষা কখনোই জাতির রেলিজিয়ন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। যে কোনো ধর্মাবলম্বি তাদের আদি ধর্মগ্রন্থ এবং তার টীকা ভাষ্য, মহাকাব্য ও পুরাণাদি যে ভাষায় লিখিত থাকে সেই ভাষার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক বোধ করেই এবং ঐ ভাষাটি তাদের কাছে 'পবিত্র' ও ধর্মীয় ভাষা হিসেবেই গণ্য হয় । এ ভাবেই সংস্কৃত হিন্দুদের, আরবি মুসলিমদের, লাতিন-ইংরেজী প্রভৃতি খ্রীষ্টানদের, পালি বৌদ্ধদের এবং গুমুখি শিখদের এবং উর্দু উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মের ভাষা। বাংলাও তেমনই এখন বাংলাদেশ-এর মুসলমানী ভাষা। এমনটা না হয়ে তো বাংলার উপায়ও নেই। মুসলমানগণের ধর্মাচরণের জন্য যত শব্দের প্রয়োজন তার সবই তো পূরণ করেছে আরবিতে লেখা কুরআন্ হাদিশ। কেবল সামাজিক জীবন নয়, দৈনন্দিন জীবনচর্যাও চলে যে শরিয়তী বিধানে তার শব্দসম্ভারও তো আরবীয়। পারিবারিক সম্পর্কও ইসলামীয় করে তুলতে তাদের উত্তর ভারতীয় উর্দুভাষীদের লব্জ বা 'জবান' বাংলায় ঢোকাতে হয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় যে মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা বাংলায় অনার্স ও এম. এ. পড়তেন অথবা এখনো ভারতে যাঁরা পড়েন তাদের সংখ্যাগুর ধর্মীয় চাপ মেনে নিতে হয়েছে ও হচ্ছে। বাংলা অনার্স ও এম. এর আধাআধি বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলি, মঙ্গল-কাব্য, রামায়ণ , শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সরাসরি এবং হিন্দুর পুরাণ ভিত্তিক যাবতীয় নাটক কাব্য হল হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য। মুসলমানদের বাধ্য হয়েই তা পাঠ করতে হয়। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ-এ এমন হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বাংলা সিলেবাসে বাংলায় কুরআন, হাদিশ থেকে যত সব আরব দেশীয় ইসলামী গপ্পগাথা পুরাণ পাঠ করতে হচ্ছে।

সাহিত্যে যাকে রূপকল্প , চিত্রকল্প, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, উপসর্গ, এককথায় আলংকারিতা ও অনুসঙ্গ বলে তার সবটাই আসে ঐ ভাষা ব্যবহারকারী মানুষজনের, ধর্ম, পুরাণ, মহাকাব্য, শাস্ত্র লোকশ্রুতি ও প্রবাদ প্রবচনের সূত্র ধরে। ' সীতার মত মেয়ে ' বললে কি বোঝায় একজন ভারতীয় ছাড়া তা কে বুঝবে, যদি না ভিন্নধর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় ? তুমি অন্ধতী হও , বললে কিবলা হল হিন্দু ছাড়া আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব ?

বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় কিন্তু এখন আর সীতা বা অন্ধতী, রাম বা রাবণের অনুসঙ্গ আসবে না। শকুনিও নয়। সতী সাধবীর 'ইমেজ' আনতে ওখানে ব্যবহার করা হচ্ছে বিবি সকীনা, সুলেখা, আয়েশা। কর্ণ'র স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন হাসান, হোসেন, অর্জুনের জায়গা নিয়েছেন ইব্রাহিম ..... প্রভৃতি ।

বাংলা ভাষাও ভাগ হয়েছে। একটি বাংলার ধর্ম হিন্দুত্ব রয়ে গেছে। নতুন বাংলা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের এমনটাই বিধান ছিল। যা অনিবার্য তা হয়েছে। ভাষার ধর্ম, ধর্মের ভাষাকে স্বীকার করে নিয়ে, হিন্দু বাঙালী, মুসলমান বাঙালীর মতো হিন্দু বাংলা, মুসলমান বাংলা মেনে নিয়ে অতঃপর আমাদের সাধনা সংহতি ও সম্প্রীতির, সহন ও গ্রহণশীলতার.....চলছে, চলবে.....আবহমানকাল।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com